দৈনিক
ইত্তেফাক

5 AUG 2009
পৃষ্ঠা ৩ ০ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট

অতিরিক্ত খরচ মেটাতে হিমশিম খাচ্ছেন অভিভাবকরা

॥ সাইদুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ব্যয় মেটাতে হিমশিম খাচ্ছেন অভিভাবকরা। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪ হাজার আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষার্থীর পেছনে অভিভাবকদের প্রতিমাসে ব্যয় হচ্ছে ৮ কোটি ৭০ লাখ টাকা। সেশনজটের ফাঁদে পড়ে অভিভাবকদের বার্ষিক আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১০৪ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এদিকে বাস্তবিক সেশনজটে শিক্ষার্থীদের পেছনে সরকারেরও ক্ষতি হচ্ছে মোটা অঙ্কের টাকা।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ডে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ টিউশনি করে, আবার কেউ পরিবারের ওপর নির্ভরশীল। অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের অনেকের আর্থিক সংকট এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অনেক শিক্ষার্থী দিনে একবার বা দুই বার খেয়ে দিন অতিবাহিত করছে। এমনকি অনেক শিক্ষার্থী আর্থিক সামর্থ্য না থাকার কারণে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছরের অনার্স কোর্স সম্পন্ন করতে ছয় বছর এবং এক বছরের মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করতে দেড়-দুই বছর লাগছে। মোট অনার্স ও মাস্টার্স মিলিয়ে ৫ বছরের স্থলে শিক্ষার্থীকে (১৯শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

অতিরিক্ত খরচ মেটাতে

(২০শ পৃঃ পর)

সাত বছরের অধিক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটাতে হচ্ছে। সেশনজটের কারণে অভিভাবকদের অতিরিক্ত দুই বছরের অধিক সময় শিক্ষা ব্যয় বহন করতে হচ্ছে। অভিভাবকরা বলছেন, সেশনজটে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন যেমন দীর্ঘ হচ্ছে, তেমনি আর্থিক ক্ষতির পরিমাণও বাড়ছে।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আবাসিক ছাত্রের জন্য একজন অভিভাবকের মাসিক খরচ কমপক্ষে ২৫০০ টাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ১৬ হাজার আবাসিক ও দ্বৈতাবাসিক ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। আবাসিক দ্বৈতাবাসিক ছাত্রদের পেছনে অভিভাবকদের সম্মিলিত মাসিক ব্যয় চার কোটি টাকা। সেশনজটের কারণে এসব শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা আর্থিক ক্ষতি গুণছেন ৪৮ কোটি টাকা।

অন্যদিকে, অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বাসা অথবা মেস ভাড়া করে লেখাপড়া করছে। ১৮ হাজার অনাবাসিক শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাদের মেস ভাড়া, খাওয়া খরচ, টিফিন ও শিক্ষা উপকরণ খরচ মিলিয়ে মাসিক খরচ হয় সাড়ে ৩ হাজার টাকা। অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের বার্ষিক ক্ষতি গুণতে হচ্ছে ৪২ কোটি টাকা। আবার অনাবাসিক ছাত্রছাত্রীদের আরেকটি অংশ রাজধানী ও তার আশপাশে পরিবারের সঙ্গে অবস্থান করে। এই ধরনের শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া, টিফিন, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি মিলিয়ে মাসে খরচ হয় প্রায় দেড় হাজার টাকা। সুতরাং নিজের বাসা বাড়িতে থাকা ৮ হাজার অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীর পেছনে প্রতি মাসে অভিভাবকদের খরচ এক কোটি ২০ লাখ টাকা। বছরে আর্থিক ক্ষতি ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। সব মিলিয়ে সেশনজটের জন্য শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রতি বছর (আবাসিক, দ্বৈতাবাসিক ও দুই ধরনের অনাবাসিক শিক্ষার্থী) ১০৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বাড়তি খরচ করতে হচ্ছে।

বর্তমানে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩০ বছর। কিন্তু সেশনজটের কারণে অনেক ছাত্র-ছাত্রী সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা হারিয়ে ফেলছেন।

সংশ্লিষ্টরা জানান, সেশনজটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান দিন দিন নিম্নমুখী হচ্ছে। ধারাবাহিকতা নষ্ট হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। সেশনজটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় দেড়গুণ ছাত্র-ছাত্রীর চাপ পড়েছে। এর ফলে আবাসিক হলগুলোতে আসন সমস্যা তীব্র হয়েছে। এক একটি রুমে স্বাভাবিকের দ্বিগুণ, তিনগুণ ছাত্র-ছাত্রী থাকছে। এর ফলে লেখাপড়ার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে।

সেশনজটের ফলে প্রলম্বিত শিক্ষা জীবন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে হতাশা ছড়াচ্ছে। হতাশা ভুলতে অনেকে নেশা করতে শুরু করে। এভাবে হতাশাগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

সেশনজটের দৃষ্টান্ত

নূরুল ইসলাম ২০০৩ সালে এইচএসসি পাস করেন। ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হতেই তার একবছর নষ্ট হয়। ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। হিসাব অনুযায়ী ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে অর্থাৎ ২০০৮ সালে তার অনার্স সম্পন্ন হওয়ার কথা। কিন্তু তিনি ২০০৯ সালে অনার্স পরীক্ষা দেন। এখনো তার ফল প্রকাশ হয়নি। অনার্স শেষ করতেই অতিরিক্ত প্রায় দুইবছর সময় লাগছে নূরুল ইসলামের।

বিজ্ঞান অনুষদের পরিস্থিতি আরো করুণ। জান্নাতুল ফেরদৌস জেরিন ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। সাধারণ হিসাব অনুযায়ী ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষ অর্থাৎ ২০০৯ সালে তার অনার্স সম্পন্ন হওয়ার কথা। কিন্তু গত দেড় মাস আগে কেবল তার অনার্স শেষবর্ষের ক্লাস শুরু হয়েছে। ২০১০ সালের শেষের দিকে তার অনার্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে বিভাগ সূত্রে জানা গেছে। এছাড়াও চারুকলা অনুষদের প্রতিটি বিভাগে তিন বছরের সেশনজট রয়েছে।

বিশিষ্ট জনের মতামত

সেশনজট প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. নেহাল করিম ইত্তেফাককে বলেন, আমরা আইনের প্রতি আস্থাশীল নই। আইন করে আইন ভাঙা হচ্ছে। সেশনজটের কারণে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির শিকার হতে হয়। প্রশাসন দৃঢ় মনোভাব পোষণ করলে সেশনজট নিরসন করা সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে কিছু ছাত্রের আন্দোলনের জন্য পরীক্ষা পেছানো হয়। এসব ক্ষেত্রে প্রশাসনকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ইত্তেফাককে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অনার্স সম্পন্ন করতে বিলম্ব হচ্ছে এটা ঠিক। অভিভাবকদের কিছুটা আর্থিক ক্ষতিও হচ্ছে। দ্রুত এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি অনুষদে সেমিস্টার চালু করা হয়েছে। এতে সেশনজট কিছুটা কমবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসন সংকট প্রকট। সরকারের কাছে ২৫০ কোটি টাকা বিশেষ প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে। এখানে ছাত্র ও ছাত্রী হল নির্মাণের বিষয়ে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।